R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

স্লীম হোন

মহকুমায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পন্থায় আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে সব বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখার প্রয়াসে। ভর্তি চলছে।

হেলথ লাইন

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

(শিবাজী সংঘের সান্নিকটে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)

ফোন ঃ ৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৫১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
১২ই মে, ১৯৯৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

উপেক্ষার অভিযোগে ১৪নং ওয়ার্ডের পুরবাসীরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দ্বারস্থ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গীপুর পুর এলাকার ১৪নং ওয়ার্ডের বালিঘাটা অঞ্চলের শীতলা মন্দির ও প্রাইমারী স্কুলের নিকটস্থ রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের টালবাহানায় অতিষ্ঠ স্থানীয় অধিবাসীরা এবারে রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। কারণ ঐ ওয়ার্ডের ড্রেনের জল উপচে রাস্তা ভাসিয়ে দিচ্ছে গত দু' বছর। ফলে মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উৎপাত, চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব এবং স্বাস্থ্য সংকটে পড়েছেন স্থানীয় অধিবাসীরা। পুর কর্তৃপক্ষ শীতলা মন্দিরের সামনের জল সরিয়ে নিকটের একটি মনসা মন্দিরকে ড্রেনের জল জমার ডোবা বানাতে চান বলে স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা। ঘটনার সূত্রপাত বছর তিনেক আগে। শীতলা মন্দিরের পিছনে পুরসভার একটি ছ' শতক জমির উপর ময়লা জল জমার ডোবা ছিল। (৩য় পৃষ্ঠায়)

নাবালিকা পদ্মিনীকে লিলুয়া হোমে পাঠালেন জঙ্গিপুরের এস ডি জে এম

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ গত ১১ মে জঙ্গিপুরের এস ডি জে এম বি, কে চক্রবর্তী নাবালিকা পদ্মিনী দাসকে (১৬) (বর্তমানে নাজরিন সুলতানা নামে পরিচিতা) হাওড়ার লিলুয়া হোমে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। খবরে প্রকাশ, এক বছর পূর্বে ফরাক্কা থানার মহাদেবনগরের বাসিন্দা পদ্মিনীকে (পিতা ভরতচন্দ্র দাস) মমরেজপুর নিবাসী মাইনুল হক (২৬) দিল্লী নিয়ে পালিয়ে যায় ও বিয়ে করে। পদ্মিনীর বাবা ভরত এ ব্যাপারে সেই সময় ফরাক্কা থানায় তাঁর নাবালিকা কন্যাকে ঐ মুসলিম যুবক অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ করেন। পুলিশ পরবর্তীতে মমরেজপুরে মাইনুলের বাড়ী থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয় (জি আর নং ২৯৩/৯৯)। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর বাবুবাজার ও সাহেববাজারে প্রকাশ্যে মদ ও জুয়ার রমরমা কারবার চললেও পুলিশ চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্তমানে মদ ও জুয়া সাধারণ মানুষের জীবনে সংক্রামক ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। এই ভয়াবহ ব্যাধি মানুষকে নিঃশেষ করেছে জেনেও পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ জঙ্গিপুর বাবুবাজারে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে চায়ের দোকানে যেভাবে খোকন সাহা ও মদন সাহা মদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে সেটা এলাকাবাসীর কাছে আতঙ্কের কারণ। বাবুবাজারে মিউনিসিপ্যালিটির পুরাতন ভাগারের পাশে দীর্ঘদিন ধরে মদ ও জুয়ার আসর নজিরবিহীন ঘটনা। এছাড়া তহবাজারে কয়েকটি তেলেভাজার দোকান আছে। সেখানে রবি দাস ও নিখিল দাসের যেভাবে মদ বিক্রি চলে, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মহাবীরতলার ঘুচু দাসের তৈলাহার দোকানও কম যায় না। বাসষ্ট্যান্ডের কয়েকটি তেলেভাজার (শেষ পৃষ্ঠায়)

আদালতে হাজিরার বেনিয়মে কংগ্রেস বিধায়ক জেল হাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৬ মে জঙ্গিপুর আদালতে গত ১১৮৪ সালের একটি মামলাকে কেন্দ্র করে বিচারক শ্যামল বিশ্বাস বর্তমানে ফরাক্কার কংগ্রেস বিধায়ক মাইনুল হকের জামিন না মঞ্জুর করলে তাঁকে পুলিশ হেফাজতে একরাত কাটাতে হয়। খবরে প্রকাশ ৮৪ সালে তিলডাঙ্গা ষ্টেশনে বিক্ষোভ আন্দোলনে ষ্টেশন (শেষ পৃষ্ঠায়)

জলপরা জলের মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধর্ম বিশ্বাসী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিকাল থেকে জলপরার রেওয়াজ আছে। এখন তেমন আমল না দিলেও ধর্ম বিশ্বাসী অনেক মানুষ অসুখে বিসুখে জলপরাতে বিশ্বাসী। ধুলিয়ান ডাকবাংলো থেকে পাকুড় যাবার পথে চাঁদপুরে বিগত ৩-৪ মাস থেকে আমজাদ মুন্সী নামে এক ভদ্রলোক সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জলপরা দিতে ব্যস্ত। তার বিনিময়ে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বোতল ও জারিকেন হাতে মানুষের লম্বা লাইন। এই জনসমাগমকে জলপরা মেলা বললে ভুল হবে না।

সিপিএমের ডেপুটেশনের পর গিরিয়া অঞ্চলে গোর্খা রেজিমেন্ট নামানো হল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলের ভৈরবটোলা, পাতলাটোলা ও উজির মোমিনটোলা এলাকায় কংগ্রেসীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২২ এপ্রিল সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে স্থানীয় থানায় ডেপুটেশন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, শুধু কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ বাস দুর্ঘটনায় ॥

গত বুধবার গভীর রাত্রিতে (ইংরাজী মতে ৬ মে) বহরমপুরে ভাগীরথী সেতুর রেলিঙ ভাঙ্গিয়া উত্তরবঙ্গ পরিবহনের মালদহ-গামী একটি সরকারী বাস ভাগীরথী নদীতে পড়িয়া ডুবিয়া গেলে বাসের সমস্ত যাত্রী এবং দুই চালক ও কনডাকটারের সলিল সমাধি ঘটে। অভিশপ্ত বাসটির কেহই জীবিত নাই। প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে জলঙ্গীতে একটি প্রাইভেট বাস নদীতে পড়িয়া গেলে বহু প্রাণহানি ঘটে। দুইটি দুর্ঘটনাই অত্যন্ত মর্মান্তিক ও শোকাবহ। গত বুধবারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির প্রায় সমস্ত ঘুমন্ত যাত্রীই মৃত্যুর পরোয়ানা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই প্রাণ বাঁচাইবার কোন প্রয়াসই তাঁহারা করিতে পারেন নাই। এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যুর কথা জানিতে পারা গিয়াছে এবং ২০টি মৃতদেহ সনাক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু দুর্ঘটনায় পতিত বাসটিতে প্রকৃতপক্ষে কতজন যাত্রী ছিলেন, সুনিশ্চিতভাবে তাহা জানা যায় নাই।

রাজ্য সরকার নিহতদের প্রত্যেককে কুড়ি হাজার টাকা দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং বাস দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে প্রশাসনিক তদন্ত করা হইবে, বলিয়াছেন। তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই জানা যাইবে না।

ইতিমধ্যে নানা সূত্র হইতে নানা কথা শুনা যাইতেছে। উক্ত বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়ে সম্যক অনুসন্ধান ও মেরামত না করিয়াই হয়ত 'ফিট' সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছিল যাহার ফলে বাসটির চালক দুর্ঘটনাস্থলে বাসটিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। কিংবা হয়ত চালক তন্দ্রাগ্রস্ত হওয়ায় এই বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই বাস রাস্তার বামদিক দিয়া চলিতেছিল, ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তাহা রাস্তার ডানদিকে ফুটপাতের উপর উঠিয়া ধাক্কা দিয়া রেলিঙ ভাঙ্গিতে পারে কীভাবে? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে চালক বাস চালাইবার বিধিভঙ্গ করিয়াছিলেন? আবার শোনা যায় বাসটি একটি লরীকে ওভারটেক করিতে গিয়া ডানদিকের দেড়ফুট উঁচু ফুটপাতে উঠিয়া সেতুর রেলিং ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়ে। প্রায় সব সরকারী বাসে 'লেল্যাণ্ড' ইঞ্জিন থাকে যাহা খুবই কার্যকরী ইঞ্জিন। কিন্তু ইঞ্জিনের রক্ষণা-বেক্ষণ বা দেখভালের ত্রুটি থাকিলে এবং 'ফিট' আছে কিনা, না জানিয়া 'ফিট' সার্টিফিকেট দিলে যখন-তখন দুর্ঘটনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আমরা দেখিয়াছি, প্রায় সরকারী বাসের চেহারা করুণ। ধূলায় মলিন, জায়গায় জায়গায় তোবড়ান, যেন নিতান্ত অবহেলিত, অনাথ। উপযুক্তভাবে পরিষ্কার করা হয় না। বেতনভোগী কর্মচারী নিশ্চয়ই থাকেন; কিন্তু কর্মনিষ্ঠার নিতান্ত অভাব। এমতাবস্থায় বাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশগুলির উপযুক্ত পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। বাসের গতিবেগ, চালকের দক্ষতা, রাস্তার অবস্থা—সব কিছুই বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। তদন্তের আদেশ দিলেও যে প্রাণগুলি বেঘোরে চলিয়া গেল, তাহা ফিরিবে না। এই দুর্ঘটনা এমনই মর্মান্তিক যাহা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নহে।

সরকারের পরিবহন দপ্তর অতঃপর একটু সজাগ থাকিবেন, ইহাই সর্বসাধারণের অনুরোধ। নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তথা মন্ত্রীমহোদয়দের যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে; সাধারণ মানুষের সরকারী ও বেসরকারী বাসই একমাত্র অবলম্বন।

তুলসীবিহার মেলার সেকাল

অজিত মুখার্জী

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর পুরবাসীর চির-পরিচিত তুলসীবিহার মেলা প্রায় এসে গেল। সেই কবে—প্রায় দু'শ বছরের বেশি হ'ল, দেওয়ান কীর্তিচন্দ্র দত্ত যে মেলাটির পত্তন করেন, তা প্রতি বছর বৈশাখের শেষে এখনও বসে। তুলসীবিহার দেবমন্দিরে জঙ্গিপুরের শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবিহারী, রঘুনাথজী (এঁর নামে নাকি গঙ্গার পশ্চিমপারের নাম হয়েছে "রঘুনাথগঞ্জ"), রাধাগোবিন্দ ও বালিঘাটার শ্যামরায় তিনদিন থাকার পর চারদিনের ভোরে নিজ নিজ জায়গায় চলে যান। এই তিনদিনে দেবদর্শনে প্রচুর জনসমাগম হয়। তারপর মেলা চলে প্রায় এক মাস। আগের মতই দূর দূরান্ত থেকে হরকিসিম পসরা নিয়ে দোকানীরা আসে। তবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এই গ্রামীণ মেলাটিতে শহরের বাতাস লেগেছে। কয়েক বছর আগে প্রায় ভেঙেপড়া দেব দেউলের সুসংস্কার ও পুন-নির্মাণ দৃষ্টিনন্দন ও শোভন সুন্দর হয়েছে।

এত হ'ল তুলসীবিহার মেলার হাল আমল—কিন্তু এর সূচনা ও সেকাল? প্রায় এক'শ ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন ঠাকুরের বন্ধুজন মনীষী অক্ষয় দত্ত তাঁর বিখ্যাত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" —বইটিতে তুলসীবিহার মেলাকে "বৈষ্ণবদের" মেলা বলেছেন। কীর্তি দত্ত ছিলেন ভক্তিপ্রাণ পরম বৈষ্ণব, জাতিতে সুবর্ণবণিক। মনে হয় তিনি ভাগ্যান্বেষণে বীরভূম জেলা থেকে জঙ্গিপুরে আসেন। নূরপুরের কুঠিয়াল এলিয়ট সাহেবের দেওয়ানরূপে তিনি বহু ভূসম্পত্তির মালিক হ'ন। এরপর জঙ্গিপুরে বৃন্দাবনবিহারী নামে নারায়ণ শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ানজী তাঁর জমিদারীর অর্ধেকটা দেব-সেবায় দান করেন। তুলসীবিহার উৎসবের প্রতিষ্ঠাকাল বাংলা ১১৭০ সাল, ইংরাজী ১৭৬৩-৬৪। ভাগ্যাহত মীরকাশিম তখন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টায় ব্যস্ত। ওদিকে বাংলায় ইংরাজদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য স্থাপনের সুস্পষ্ট পদধ্বনি। এই গভীর অর্থবহ রাজনৈতিক পালাবদলের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন কীর্তি দত্ত।

ইতিহাসবিদ কালীকিংকর দত্তের "আলিবর্দী ও তাঁর সময়কাল" বইটিতে এ অঞ্চলের যে মানচিত্র আছে তাতে পুরানো জনপদরূপে কেবল "বালিঘাটার" নাম আছে। মনে হয় তখন বর্তমান রঘুনাথগঞ্জে বিশেষ বাড়িঘর ছিল না। বাইরের সুবর্ণগন্ধ বণিককুল তখন সবেমাত্র আসতে আরম্ভ করেছে। তাই কীর্তি দত্ত অনেকটা জায়গা নিয়ে তুলসীবিহার মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা করেন—অক্ষয় দত্তের মতে প্রায় সত্তর (৭০) বিঘা। এর চেহারা ছিল অনেকটা বাগান বাড়ির মত—চারধারে প্রচুর গাছ, সামনে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী। এই সে' দিনেও মেলার পূর্বদিকে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি বৈশাখে চারদিক আলো করে থাকত। মেলা প্রাঙ্গণের চারিদিকে আশিটি (৮০) টি ছোট ছোট ঘর ছিল—যেখানে মেলা উপলক্ষে এ অঞ্চলের অন্যান্য ঠাকুরগণ আসতেন। বর্তমান মাছের বাজারটি ছিল মেলার ভাণ্ডারবাড়ি। মেলার তিনদিন বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ভক্তজনের মধ্যে অন্নের প্রসাদ বিতরণ করা হত, আর দু'পারের মানী ব্যক্তিদের বাড়ীতে বাড়ীতে অন্নের ভোগ "সিধা" রূপে যেত। এ ছাড়া সাধু, সন্ন্যাসী, ফকিরদের জন্য থাকত পুরি, হালুয়া, মণ্ডামেঠাই। পুজোর দিনগুলিতে মেলা প্রাঙ্গণ নৃত্যগীত ও গ্রাম থেকে আসা হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হ'ত।

পরিবর্তন জগতের নিয়ম—এর ঠেলায় আদি তুলসীবিহার মেলার অনেক কিছুই এখন নাই। মেলার জায়গা বছর বছর ছোট হচ্ছে। তবুও সান্ত্বনা ফি বছর বিগ্রহগণ এখনও আসেন আর আমরা এটাসেটা কিনে, মেলা দেখে, আনন্দ লাভ করি।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দ্বারস্থ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জনৈক কাওসার শেখের একটি ছেলে সে সময় ঐ ডোবার জলে ডুবে মারা যায়। এদিকে বহুদিন সংস্কার না হওয়ায় ডোবার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। পুর কর্তৃপক্ষ পাড়ার ড্রেনগুলি ডোবা থেকে সরিয়ে দেন ও শীতলা মন্দিরের সামনে ড্রেনে বাঁধ দেন। ফলে ড্রেনের জল উপচে মন্দিরকে ভাসিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীরা পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গত ২৪ অক্টোবর '৯৭ তে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে জমা দিলে রঘুনাথগঞ্জ থানায় থানা কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কার্যক্রমে পুর কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে ড্রেন তৈরীর কাজ অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় পুর কর্তৃপক্ষ একটি ড্রেন মন্দির ছাড়িয়ে নিকটবর্তী প্রাইমারী স্কুলের পাশ দিয়ে তৈরী করে ড্রেনের জল রাস্তার অপর পারের কিছুটা নিচু জমিতে অবস্থিত মনসাতলার দিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেয়। স্থানীয় অধিবাসীরা একযোগে প্রতিরোধ করায় এবং রাস্তা ও মন্দির বাঁচানোর জন্য মাটির বাঁধ দেওয়ায় বিভিন্ন সময়ে পুরকর্মীরা স্থানীয় এক পুরকর্মীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে বাঁধ কাটারও চেষ্টা করে। অবশেষে স্থানীয় ১৫৮ জন পুরবাসী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য পুরপতি, মহকুমা শাসক, থানার ওসি, পরিবেশ মন্ত্রী ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের দাবী ঐ অঞ্চলে হাইড্রেন তৈরী করে ইটভাটার রাস্তার নিকটের ড্রেনের সঙ্গে মিশিয়ে এলাকার দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এদিকে বৈশাখ মাস জুড়ে স্থানীয় মহিলারা মনসাতলায় ময়লা জল পেরিয়ে পুজো দিতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে জনৈক ফাইজুদ্দিন পুরসভার ৬ শতক জমির উপর ঐ ডোবা বুঁজিয়ে জবরদখল করে নিয়েছেন। এসব ব্যাপারে ঐ ওয়ার্ডের কমিশনারও অদ্ভুতভাবে চুপ।

Government of West Bengal
Irrigation and Waterways Directorate
Ganga Anti Erosion Division No. 1

Abridged form of N. I. T. No. 4. Ganga Anti Erosion Division During 1999-2000.

Sealed tenders in W. B. Form No, 2911 (ii) are invited by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division for the following works :—

Palliative bank protective works of urgent nature on the right bank of river Ganga/Padma at Vill. Sarkarpara in P. S. & Block—Jallangi in the Dist. of Murshidabad before the monsoon 1999 to hold the bank line.

4 nos. works total amount	:	Rs. 61,03,202-00
2 nos. works total amount	:	Rs. 15,65,350-00
Last date of application	:	14. 5. 99 upto 15-00 hrs.
Last date of issue of tender papers.	:	18. 5. 99 upto 14-00 hrs.
Date of receiving tender papers.	:	21. 5. 99 upto 14-00 hrs.
a) Eligibility (for 1st 4 nos. of works)	:	i) Resourceful & bonafide outside contractor having requisite credential for similar type of work of Irrign. and Waterways Dte. Govt. of West Bengal.
b) -do- (for rest 2 nos. of works)		ii) Reserved for Engineers' Co-Opt. Society.

N. B. For details office of the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj, Msd. may be contracted.

(M. K. Bharati)
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division. No. 1

Memo No. 617 (25) Dated 7. 5. 99

ছাবঘাটী কে ডি বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ গত ১-৩ মে সুতী-২ ব্লকের ছাবঘাটী কে ডি বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন জেলা শাসক হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর একটি শ্রেণী কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্থানীয় মৃণালিনী বিড়ি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমীর দাস। এছাড়া পরবর্তী দিনগুলিতে পুনর্মিলন উৎসব, প্রাক্তন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমিয় হাটী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গীপুর কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ শুরু হচ্ছে ১লা আগষ্ট '৯৯। এই উপলক্ষে এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে আগামী ১৬ই মে '৯৯ একটি কমিটি গঠন করার জন্য বৈকাল ৪টায় কলেজে একটি সভার আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকলের উপস্থিতি কাম্য।

অধ্যক্ষ
"জঙ্গীপুর কলেজ"

Ref. No. JC,/85/99 Date 12/5/99

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—**ডাঃ সাহা**

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাধিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

গোর্খা রেজিমেন্ট নামানো হল (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেবার পরদিন থেকে ঐ এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিয়ে গোর্খা রেজিমেন্ট (ই, এফ, আর) নামানো হয়েছে। সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান এনসুরের পাতলাটোলা বাসভবনে ক্যাম্প করে প্রথম দফায় ১৮ জন গোর্খা জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২২ জনকে নিয়ে মোমিনটোলা, পাতলাটোলা ও উজির মোমিনটোলায় তিনটি পৃথক ক্যাম্প করা হবে বলে খবর। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ থানা প্রায় রাতে বিশেষ তৎপরতার সাথে গ্রামে পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী আছে।

কংগ্রেস বিধায়ক জেল হাজতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মাষ্টার আবুল খায়ের মাইনুলসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আজিমগঞ্জ জি আর পিতে তাঁকে মারধোরের অভিযোগ জানালে জি আর পি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর কোর্টে মামলা দায়ের করে। অন্য আসামীরা কোর্টে হাজিরা দিলেও মাইনুল গড়হাজির ছিলেন। এ ব্যাপারে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও জারী করে। শেষ-মেশ মাইনুল গত ৬ মে আদালতে হাজিরা দিতে এলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন অস্থায়ী জামিনে তিনি মুক্তি পান।

হোমে পাঠালেন এসডিজেএম (১ম পৃষ্ঠার পর)

১১ মে রায়ে বিচারক শ্রীচক্রবর্তী মাইনুলের জামিন না মঞ্জুর করেন এবং পদ্মিনীকে লিলুয়া হোমে পাঠাবার নির্দেশ দেন। পদ্মিনীর বর্তমানে একটি দু' মাসের শিশু সন্তানও আছে বলে জানা যায়।

মদের কারবার চললেও পুলিশ চুপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

দোকানেও মদ, গাঁজার রমরমা ব্যবসা চলে। জঙ্গিপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় মদ, গাঁজা ও জুয়ার পরিবেশ যেভাবে জাঁকিয়ে বসতে চলেছে তাতে অবিলম্বে বাধা না দিলে আগামী দিনে এখানে সুস্থ পরিবেশ বলতে কিছু থাকবে না—এই আশংকা এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষদের।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাধিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।